বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের বিধি বিধান

বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত
মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০

১৯৯০ সনের ২৮ নং আইন

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট স্থাপনকল্পে আইন

যেহেতু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাষ্ট নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন :

(১) এই আইন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার সরকারী গেজেট জ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা :

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে,

ক) 'কর্মচারী' অর্থ বেতন বাবদ সরকারী অনুদান গ্রহণকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কোন কর্মচারী;

খ) 'ট্রাস্ট' অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট;

গ) 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের অথীন প্রণীত প্রবিধান;

ঘ) 'বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' অর্থ বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা;

ঙ) 'বোর্ড' অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড;

চ) 'শিক্ষক' অর্থ বেতন বাবদ সরকারী অনুদান গ্রহণকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কোন শিক্ষক।

৩। ট্রাস্ট স্থাপন :

(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যত শীঘ্র সম্ভব সরকার এই আইনের বিধান অনুযায়ী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপন করিবে।

(২) ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। ট্রাস্টের সদর দপ্তর :

ট্রাস্টের সদর দপ্তর ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা প্রয়োজন বোধে যেকোন স্থানে শাখা দপ্তর স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। সাধারণ পরিচালনা :

ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি ট্রাস্টি বোর্ডের ওপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ট্রাস্ট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে বোর্ড সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৬। ট্রাস্টি বোর্ড:

(১) ট্রাস্টি বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :

ক) শিক্ষা বিভাগের সচিব, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবে।

খ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক যিনি উহার ভাইস চেয়ারম্যান হইবেন;

গ) সরকার কর্তৃক মনোনীত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন পরিচালক;

ঘ) শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক উক্ত বিভাগ হইতে মনোনীত একজন কর্মকর্তা।

ঙ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত মন্ত্রণালয় হইতে মনোনীত একজন কর্মকর্তা।

চ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক উক্ত বিভাগ হইতে মনোনীত একজন কর্মকর্তা;

ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ছয়জন শিক্ষক, যাহাদের মধ্যে দুইজন বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের, দুইজন বেসরকারী কলেজের এবং দুইজন বেসরকারী মাদ্রাসার শিক্ষক হইবেন।

জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন কর্মচারী।

(২) বোর্ডের একজন সচিব থাকিবেন যিনি উপ-ধারা ১(ছ) তে উল্লেখিত শিক্ষক সদস্যের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(৩) উপ-ধারা ১(ছ) ও (জ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসরে মেয়াদে স্থায়ী পদে বহাল থাকিবেন:
তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই কোন কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপ যেকোন সদস্যকে যে কোন সময় তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে: আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে যেকোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

৭। ট্রাস্টের কার্যাবলী :

ট্রাস্টের কার্যাবলী হইবে :

ক) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীগণকে অবসরকালীন সুবিধা প্রদান।

খ) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীগণ চাকরীকালীন সময়ে কোন কারণে অক্ষম হয়ে পড়লে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

গ) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীগণ চাকরীকালীন সময়ে দূর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটলে তাহাদের পারিবারকে সাহায্য প্রদান।

ঘ) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীগণ চাকরীকালীন সময়ে গুরুতর এবং দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকলে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

ঙ) সাধারনত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীগণের কল্যাণ সাধন।

চ) উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮। বোর্ডের সভা :

(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা, উহার চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে উহার সচিব কর্তৃক আহূত হইবে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন উহার চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে উহার ভাইস চেয়ারম্যান ও তাহাদের উভরের অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক তাহাদের হইতে মনোনীত কোন সদস্য।

(৪) বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক বা তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ধারক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র সদস্য পদে শূণ্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। ট্রাস্টের তহবিল :

(১) ট্রাস্টের একটি তহবিল থাকিবে এবং এই তহবিল হইতে ট্রাস্ট উহার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিবে।

(২) এই আইনের অধীন ট্রাস্ট গঠিত হওয়ার পর যতশীঘ্র সরকার ট্রাস্টের কল্যানার্থে কোন তফসিলী ব্যাংকে এককালীন এক কোটি টাকা জমা রাখিবে এবং উক্ত জমাকৃত অর্থ হইতে প্রাপ্য সুদ/মুনাফা ট্রাস্টের তহবিলে সরকারের অনুদান হিসেবে জমা হইবে।

(৩) ট্রাস্টের তহবিল

(ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রতি সুদ বা মুনাফা;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা;

(ঘ) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও ছাত্রীগণ কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা;

(ঙ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(চ) ট্রাস্ট কর্তৃক অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে।

(৪) ট্রাস্টের তহবিল বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, যেকোন (তফসিলী) ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং প্রবিধান ধারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা পরিচালিত হইবে।

(৫) ট্রাস্টের অর্থ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

১০। শিক্ষক ও কর্মচারীগণ কর্তৃক চাঁদা প্রদান :

(১) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষক ও কর্মচারীকে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণে ও পদ্ধতিতে ট্রাস্টের তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে হইবে;

(২) যদি কোন শিক্ষক বা কর্মচারী উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত চাঁদা প্রদান করিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন বা চাঁদা অনাদায়ী রাখেন, তাহা হইলে তিনি তাহার পরিবারবর্গের কেহ এই আইনের অধীন প্রদেয় কোন সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার পাওয়ার অধিকারী হইবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদা অনাদায়ের ক্ষেত্রে বোর্ড যদি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয় যে, এই আদায় ইচ্ছাকৃত নহে বা এমন পরিস্থিতিতে চাঁদা অনাদায়ী ছিল যাহা চাঁদা প্রদানকারী শিক্ষক বা কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ছিল, তাহা হইলে বোর্ড অনাদায়ী চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে বা তাহার পরিবারবর্গকে আইনের অধীন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবে।

১১। ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক চাঁদা প্রদান :

(১) আপতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীকে তাহার শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার প্রথম মাসে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণে ও পদ্ধতিতে টাস্টের তহবিলের জন্য একাকালীন চাঁদা প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ছাত্র বা ছাত্রীগণ কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ট্রাস্ট তহবিলে জমা করা হইবে।

(৩) যদি কোন কারণে শিক্ষা বর্ষ সমাপন হওয়ার পর দেখা যায় যে, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উহার ছাত্র বা ছাত্রীগণের নিকট হইতে প্রাপ্য চাদা আদায় করে নাই বা আদাকৃত চাঁদা ট্রাস্ট তহবিলে জমা করে নাই, তাহা হইলে বোর্ডের আবেদনক্রমে সরকার উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয় অনুদান হইতে উক্ত চাঁদার পরিমাণ অর্থ কাটিয়া রাখিয়া উহার ট্রাস্ট তহবিলে জমা করিবে।

১২। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা :

(১) ট্রাস্ট যথাথতভাবে উহার হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে। (২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি বৎসর ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্ট একটি অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এদদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ট্রাস্টের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাতার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং ট্রাস্টের যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদন করিতে পারিবেন।

১৩। ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারী :

ট্রাস্টের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরির শর্তাবলী প্রবিধান ধারা নির্ধারিত হইবে।

১৪। প্রতিবেদন :

(১) প্রতি বছর ৩০ শে জুনের মধ্যে ট্রাস্ট তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজন মত ট্রাস্টের নিকট হইতে যে কোন সময় উহার যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী তলব করিতে পারিবে এবং ট্রাস্ট সরকারের নিকট উহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৫। দায়মুক্তি :

এই আইন বা কোন প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসকৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য ট্রাস্টের কোন সদস্য কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

১৬। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা :

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ট্রাস্ট সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

- মোহাম্মদ আইয়বুর রহমান
সচিব